আইনি পরিষেবা প্রাধিকার আইন, ১৯৮৭

কোন নাগরিক যাতে আর্থিক বা অন্য কোন অক্ষমতার জন্য ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত না হন সেজন্য সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষকে বিনা অর্থব্যয়ে উপযুক্ত আইনি পরিষেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আইনি প্রাধিকার গঠন করা এবং সমান সুযোগের ভিত্তিতে আইনি ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য লোক আদালত গঠনের জন্য এই আইনটি রচিত হয়। যেহেতু মহিলারা আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে দুর্বলতর সুতরাং এই আইনটি মহিলাদের পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকর।

জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া ভারতের সর্বত্র এই আইনটি প্রযোজ্য।

জাতীয় আইনি পরিষেবা প্রাধিকার

এই আইনের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় আইনি পরিষেবা প্রাধিকার গঠন করতে পারেন। ভারতের প্রধান বিচারপতি হবেন তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁর সঙ্গে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রিম কোর্টের একজন কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি হবেন কার্যকরী চেয়ারম্যান। এছাড়া ভারতের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার অভিজ্ঞতা ও আবশ্যক যোগ্যতাবলী সহ অন্যান্য সদস্যগণকে নিযুক্ত করবেন।

কেন্দ্রীয় আইনী পরিষেবা প্রাধিকারের কার্যাবলী

কেন্দ্রীয় আইনি পরিষেবা প্রাধিকারের বহুবিধ কাজ রয়েছে। তার মধ্যে মহিলাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় কয়েকটি কাজের উল্লেখ করা হল ঃ

ক) এই আইন অনুযায়ী যাঁরা সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীভুক্ত তাঁদের আইনি পরিষেবা দেওযার জন্য কার্যকরী ও আর্থিক নীতিপদ্ধতি প্রণয়ন;

খ) আইনি পরিষেবা দেওয়ার জন্য রাজ্য প্রাধিকার ও জেলা প্রাধিকারকে নিজস্ব তহবিল থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদান দেওয়া;

গ) সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য সামাজিক ন্যায় সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে উপভোক্তা সুরক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এই কারণে সমাজ সেবকদের আইনি দক্ষতার ট্রেনিং দেওয়া;

ঘ) গ্রামে, বস্তি এলাকায় অথবা শ্রমিক কলোনীগুলিতে আইনি সহায়তা শিবির স্থাপন করা যাতে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষেরা নিজেদের অধিকার সুনিশ্চিত করার শিক্ষা পান এবং আলোচনা, সালিশি, আপসরফা করে লোক আদালতের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা করার জন্য উৎসাহিত হন।

সুপ্রীম কোর্টের একজন কর্মরত বিচারপতিকে চেয়ারম্যান করে অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে কেন্দ্রীয় আইনি পরিষেবা কমিটি গঠিত হবে।

রাজ্য আইনি পরিষেবা প্রাধিকার

উপরোক্ত আইন মোতাবেক কেন্দ্রীয় আইনি পরিষেবা প্রাধিকারের মত প্রতিটি রাজ্য সরকার একটি করে রাজ্য আইনি পরিষেবা প্রাধিকার গঠন করবেন।

রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হবেন এই প্রাধিকারের মুখ্য পৃষ্ঠপোষক। তাঁর সঙ্গে পরামর্শক্রমে রাজ্যপাল হাইকোর্টের একজন কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে মনোনীত করবেন যিনি হবেন কার্যকরী চেয়ারম্যান। এছাড়া হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য সদস্যগণকে নিযুক্ত করবেন এবং যোগ্যতাবলী স্থির করবেন। রাজ্যের উচ্চতর বিচারবিভাগীয় কৃত্যকের একজন অফিসার যাঁর পদমর্যাদা জেলাজজের নীচে নয় এমন ব্যক্তি রাজ্য সরকার কর্তৃক সদস্য সচিব হিসাবে নিযুক্ত হবেন।

রাজ্য আইনি পরিষেবা প্রাধিকারের কার্যাবলী

এই রাজ্য প্রাধিকারের কর্তব্য হল কেন্দ্রীয় প্রাধিকারের সকল নীতি এবং নির্দেশ কার্যকর করা। এছাড়াও নিম্নলিখিত কাজগুলি রাজ্য প্রাধিকার করবেন ঃ

ক) এই আইনে নির্ধারিত মান অনুযায়ী যে সকল ব্যক্তি আইনি পরিষেবা পাওয়ার উপযুক্ত তাদের সেই পরিষেবা দেওয়া;

খ) হাইকোর্টের লোক আদালতের মামলাসহ অন্যান্য লোক আদালত পরিচালনা করা;

গ) প্রতিরোধক ও কৌশলগত আইনি কর্মসূচি গ্রহণ;

ঘ) কেন্দ্রীয় প্রাধিকারের সঙ্গে পরামর্শক্রমে নিয়মবিধি প্রণয়ণ করে অন্যান্য কাজ করা।

উপরোক্ত কাজগুলি করার জন্য রাজ্য প্রাধিকার অন্যান্য সরকারী সংস্থা, বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সংস্থা যারা দরিদ্রদের আইনি সহায়তা দেওয়ার কাজ করছে তাদের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করবেন এবং কেন্দ্রীয় প্রাধিকার লিখিত নির্দেশ দ্বারা পরিচালিত হবে।

প্রত্যেক হাইকোর্টের একটি আইনি পরিষেবা কমিটি থাকবে যার চেয়ারম্যান হবেন হাইকোর্টের একজন কর্মরত বিচারপতি এবং রাজ্য আইনি পরিষেবা প্রাধিকার বিধি অনুযায়ী অন্যান্য সদস্যগণ এবং একজন সচিব থাকবেন।

জেলা আইনি পরিষেবা প্রাধিকার

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করে রাজ্য সরকার রাজ্যের প্রত্যেক জেলার জন্য একটি করে জেলা আইনি পরিষেবা প্রাধিকার গঠন করবেন। এই আইন অনুযায়ী তাদের যে কাজ করার কথা তা করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করবেন।

জেলা জজকে চেয়ারম্যান করে জেলা আইনি পরিষেবা প্রাধিকার গঠিত হবে। রাজ্য সরকারের বিবেচনাক্রমে অন্যান্য সদস্য এবং একজন সচিব নিযুক্ত হবেন।

জেলা প্রাধিকারের কাজ

রাজ্য প্রাধিকার নির্দিষ্ট সময়ান্তরে রাজ্য প্রাধিকারের যে সকল কাজ জেলা প্রাধিকারকে অর্পণ করবেন সেই কাজগুলি সম্পন্ন করা জেলা প্রাধিকারের কর্তব্য।

এছাড়া তালুক আইনি পরিষেবা কমিটি এবং জেলার অন্যান্য আইনি পরিষেবার কাজগুলি সমন্বয় করাও জেলা প্রাধিকারের কাজ।

জেলাতে লোক আদালত গঠন করা এবং রাজ্য প্রাধিকারের বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত অন্যান্য কাজগুলি করাও জেলা প্রাধিকারের কাজ।

উপরোক্ত কাজগুলি করার জন্য জেলা প্রাধিকার উপযুক্ত সরকারী সংস্থা, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সংস্থা যারা দরিদ্রদের আইনি সহায়তা দেওয়ার কাজ করছে তাদের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করবেন এবং কেন্দ্রীয় প্রাধিকার বা রাজ্য প্রাধিকারের লিখিত নির্দেশ দ্বারা পরিচালিত হবেন।

রাজ্য সরকার প্রত্যেকটি তালুকের জন্য একটি তালুক আইনি পরিষেবা কমিটি গঠন করতে পারেন।

যাঁরা আইনি পরিষেবা পেতে পারেন

কোন মামলায় যে ব্যক্তি অভিযোগকারী অথবা আত্মপক্ষ সমর্থনকারী তিনি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে আইনি পরিষেবা পেতে পারেন, যদি তিনি

ক) তফসিলভুক্ত জাতি অথবা জনজাতিভুক্ত হন;

খ) সংবিধানের ২৩নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তিনি যদি মানুষ ক্রয়-বিক্রয়ের/কেনা-বেচার শিকার হন বা ভিক্ষাবৃত্তিতে বাধ্য হন;

গ) মহিলা বা শিশু হন;

ঘ) সমান সুযোগ, অধিকার সুরক্ষা ও পূর্ণ অংশগ্রহণ আইন, ১৯৫৫, অনুযায়ী অক্ষম হন;

ঙ) আকস্মিক বড় ধরণের দুর্ঘটনা, জাতিগত হিংসা, জাতের নৃশংসতা, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প অথবা শিল্প দুর্ঘটনার শিকার হয়ে অবাঞ্ছনীয় অভাবের মধ্যে পড়েন; অথবা

চ) শিল্পশ্রমিক হন; অথবা

ছ) অনৈতিক কারবার নিরোধক আইন, ১৯৫৬ অথবা কিশোর ন্যায় বিচার আইন (জুভেনাইল জাষ্টিস অ্যাক্ট), ১৯৮৬ অনুযায়ী সুরক্ষা প্রদানকারী হোমের অভিরক্ষাধীনে থাকেন অথবা অন্য কোন অভিরক্ষাধীনে থাকেন অথবা মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ১৯৮৭ অনুযায়ী কোন মানসিক হাসপাতাল বা মানসিক নার্সিংহোমে থাকেন;অথবা

জ) সুপ্রীম কোর্ট ছাড়া অন্য কোন আদালতে কোন মামলায় যদি তার বাৎসরিক আয় ৯০০০ টাকা অথবা আরো উচ্চ অঙ্কের আয় যদি রাজ্য সরকার নির্ধারিত করেন; এবং সুপ্রীম কোর্টের কোন মামলায় যদি তার বাৎসরিক আয় ১২,০০০ টাকা অথবা আরো উচ্চ অঙ্কের আয় যদি কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত করেন।

আয় সম্পর্কে তাঁর নিজের হলফনামা গ্রাহ্য হবে যদি না সংশ্লিষ্ট প্রাধিকার তা অবিশ্বাস করার কারণ আছে বলে মনে করেন।

কোন ব্যক্তি উপরোক্ত সব অথবা কোন একটি শর্ত পূর্ণ করলে বিনা ব্যয়ে আইনি পরিষেবা পাবেন যদি সংশ্লিষ্ট প্রাধিকার বিবেচনা করেন যে প্রাথমিক ভাবে এই ব্যক্তি মামলায় বাদী বা বিবাদী হওয়ার উপযুক্ত।

কেন্দ্রীয়, রাজ্য এবং জেলাস্তরে আইনি সহায়তা (লিগাল এড) তহবিল থাকবে।